তারিখ 2 0 OCT 1988
পৃষ্ঠা ৮ কলাম

দৈনিক সংবাদ

গণগ্রন্থাগারের সেবা সম্প্রসারণ

করুণাময় গোস্বামী

ঢাকার ওসমানী উদ্যানের গুলিস্তানের দিককার প্রান্তে একটি বালচে রঙের দোতলা সাবেকী আমলের বাড়িতে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র একটি গণগ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেছে। সে বছর দুই হয়ে গেল। গ্রন্থাগারটির নাম দেয়া হয়েছে মহানগর পাঠাগার। সেখানে গ্রন্থাগার সেবা বা লাইব্রেরী সার্ভিস-এর একটি চমৎকার প্রকল্প চালু করা হয়েছে। ব্যাপারটি শোনামাত্রই আমাদের মনে হয়েছে শুধু ভাল নয়, খুবই ভাল, খুবই চমৎকার, অসাধারণভাবে উপযোগী এই সেবা প্রকল্প। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হয়েছে ঢাকা শহরে গণগ্রন্থাগারের কাজ চলছে তো অনেক দিন ধরে। সনাতনী গ্রন্থাগার সেবার যে ধারণা তার বৃত্ত থেকে বাইরে এসে এমন একটি সেবা প্রকল্প এত দিন কেন সেসব জায়গায় চালু করা হয়নি। রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা প্রভৃতি বড় শহরে কেন এমন একটি ব্যবস্থা নেয়া হয়নি? জেলা সদর শহরেও তো এমন একটি সেবা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারত।

গণগ্রন্থাগার পরিচালনার আমাদের যে ঐতিহ্যবাহী ধারণা তাতে আমরা কিছু দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ইত্যাদি পত্রপত্রিকা রাখি আর প্রধানত: রাখি বই। দুই শ্রেণীর পাঠকের কথা মনে রেখে আমরা যে গ্রন্থ সংগ্রহ গড়ে তুলি তাকেও মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা চলে। ছাত্র গবেষকের কথা ভেবে আমরা রাখি টেক্সট ও রেফারেন্স বই। অছাত্র গবেষক পাঠকদের জন্য আমরা গল্প উপন্যাস জাতীয় বইপত্র রাখি। যারা এই দুই শ্রেণীর প্রথমটিতে প্রায় পড়ে না, সেই শিশুদের জন্য আমরা রাখি শিশু পাঠ্য বই যেগুলো গল্প উপন্যাসের পর্যায়েই প্রধানত: পড়ে। লাইব্রেরীতে বই পড়তে যারা আসে তাদেরও আমরা আরেক বিবেচনায় দুই ভাগে ভাগ করি। যারা আমাদের বিধিবদ্ধ সদস্য তারা ইচ্ছে করলে লাইব্রেরীতে বসে পড়তে পারে, ইচ্ছে করলে ১৫ দিন বা ১ মাসের বই ইস্যু করে বাড়ি নিয়ে পড়তে পারে। যারা বিধিবদ্ধ সদস্য নয়, আগন্তুক, তারা ইচ্ছা করলে ক্যাটালগ দেখে বই চাইতে পারে এবং তা নিয়ে টেবিলে বসে পড়তে পারে। এর বাইরে আমাদের কোন লাইব্রেরী সার্ভিস নেই। এর মধ্যে সরকারী গণগ্রন্থাগারের কোন কোনটিতে আবার বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্য বই ইস্যুও করা হয় না।

কিন্তু গ্রন্থাগার সেবার এই ধারণা পাল্টাচ্ছে। উন্নত দেশসমূহে লাইব্রেরী এখন আর শুধু গ্রন্থসংগ্রহ নয়। তথ্য কেন্দ্র রূপে সেখানে লাইব্রেরীকে গড়ে তোলা হচ্ছে। শুধু জ্ঞান ও বই সংক্রান্ত তথ্য নয়, ব্যবহারিক জীবনের যাবতীয় তথ্য সরবরাহের কেন্দ্ররূপে সেখানে লাইব্রেরী গড়ে উঠছে। সেখানে সরকারী, আধাসরকারী, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ এমনভাবে একটি তথ্য সরবরাহ নেটওয়ার্কে যারা যুক্ত হচ্ছে তাতে লাইব্রেরীগুলো প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী পায় এবং প্রয়োজনমত জনগণ সে তথ্য সংগ্রহ করতে পারে।

আমরা লাইব্রেরী বলতে সেই পুরানো আমলের কথাই বুঝছি। শুধু বই কিনছি, আর পড়তে দিচ্ছি। কিছু হারাচ্ছে, কিছু ফেরত পাচ্ছি। এ নিয়েই রচনা করছি পরের বছরের বাজেট। লাইব্রেরীকে তথ্য কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার কোন পরিকল্পনা নেই, বা লাইব্রেরী সার্ভিসকে বহুমুখী করে তোলার কথাও কেউ ভাবছেন বলে জানি না। দীর্ঘকাল ধরে গণগ্রন্থাগার পরিচালনায় আমার যে অভিজ্ঞতা তাতে দেখতে পাই, আমরা এই যে গ্রন্থাগার চালাচ্ছি তাতে এমন কি আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষেরও কোন কৌতুহল নেই ও লাইব্রেরী, কিছু বইপত্র আছে তো আছে, এমন একটা ধারণা। যারা লেখাপড়া জানে না তাদের তো কোন ব্যাপারই নয় এটা। স্কুলে লাইব্রেরী নেই। ছাত্ররা স্কুলে বই পড়ার কোন বাতাবরণ পায় না; কলেজে লাইব্রেরী সার্ভিস প্রায় অনুপস্থিত, সেখানেও বই পড়ার বাতাবরণ নেই। শৈশব থেকে যখন আমার দেশের শিক্ষাপ্রার্থী মানুষ কোন বই পড়ার বাতাবরণের মধ্যেই নেই, তখন কীভাবে আমরা আশা করতে পারি যে তারা দলে দলে এসে আমার গণগ্রন্থাগারের সদস্য হবে, এই বই দিন, সেই বই দিন বলে আগ্রহে ফেটে পড়বে? তাছাড়া তথ্য কেন্দ্র হিসেবে লাইব্রেরীকে গড়ে তুলতে পারলে পড়াশোনা যে জানে না তাকেও সেবা করা যেত। অবিদ্বান লোকেরও তো কত জ্ঞাতব্য আছে, কোথায় যাবে তারা তার মীমাংসার জন্য।

ফলে আমরা নিয়তই ভাবছি, শুধু বই দিয়ে আর চলছে না। গণগ্রন্থাগারের সেবার ক্ষেত্র বিস্তৃত করা প্রয়োজন। এর উপযোগিতাকে নানা ভাবে জনগণের সামনে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন। জনগণ যেন বুঝতে পারে লাইব্রেরী শুধু সামান্য কিছু মানুষকে নিয়ে কোন প্রতিষ্ঠান নয়, এর উপযোগিতা সবার জন্য। আমরা ভাবছিলাম শুধু, কিন্তু কিছুই করতে পারছিলাম না। ঘুরে ফিরে আবার লাইব্রেরী সার্ভিসের সেই সনাতনী বৃত্ত।

এমন সময় শোনা গেল মহানগর পাঠাগারের নতুন সেবা প্রকল্পের কথা। এঁরা এখানে প্রতিদিনের পত্রিকা থেকে কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি সংগ্রহ করে তারিখওয়ারী একত্রে একটি খাতায় সেঁটে তা সরবরাহ করছেন। এই ঢাকা শহরে কত শত সহস্র চাকরিপ্রার্থী। কিন্তু প্রতিদিন কর্মখালির কি কি বিজ্ঞাপন বেরোচ্ছে কেউ তা একত্রে পাবেন না কোথাও। একার পক্ষে সব সংগ্রহ করাও সম্ভব নয়। কিন্তু মহানগর পাঠাগারে এলেই তা পাওয়া যাবে। একি একটা কম কথা? সেবা প্রকল্পের এই যে একটি ক্ষেত্র চিহ্নিত করলেন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র তাতে এই প্রকল্পের উদ্ভাবকদের ধন্যবাদ দিতেই হবে। এই নিরত চাকরিপ্রার্থী সমাজে কি অসাধারণ উপযোগিতা এই প্রকল্পের। শোনামাত্রই মনে হবে, তাইতো, এমন আবশ্যকীয় একটি সেবা প্রকল্প এর আগে কেন কোথাও গৃহীত হয়নি? হতে পারত। হয়নি। এবার হয়েছে, তাও একটি প্রায় সদ্য-প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগার থেকে।

স্বাভাবিকভাবেই সাড়াও

(৭-এর পাতায় দেখুন)

গণগ্রন্থাগার

(৮ম পাতার পর)

পাওয়া গেছে বিপুল। প্রতিদিন শত শত চাকরি সন্ধানী মানুষ এসে ভিড় জমাচ্ছেন মহানগর গ্রন্থাগারে। এর স্বল্প পরিসর কক্ষে এই জনসমাগমের স্থান সংকুলান হচ্ছে না। আসবেনই তো। এত চাকরি সংক্রান্ত তথ্য এই শহরে কোথাও তো আর একত্রে সরবরাহ করার ব্যবস্থা নেই। এই সেবা প্রকল্পের একটি পরোক্ষ ফলশ্রুতিও ঘটছে। এর আগে যারা মহানগর পাঠাগারে আসেননি বা কোন গণগ্রন্থাগারে যাননি বা সদস্য হননি, তারা চাকরির বিজ্ঞাপন দেখতে এসে দেখতে পেলেন রাশি রাশি বই। কেউ বই পড়ার দিকেও আকৃষ্ট হলেন। প্রকল্প ছিল কর্মখালির তথ্য সরবরাহ করা। এর ভেতর দিয়ে কিছু পাঠকও তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আমরা নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি, এই প্রকল্প চালু হবার পর থেকে মহানগর পাঠাগারের পাঠক সংখ্যা বাড়ছে।

মহানগর পাঠাগারে এই প্রকল্প গ্রহণ থেকে দেখতে পাই যে আমরা আমাদের সীমিত সাধ্যের ভেতরে থেকেও গ্রন্থাগার সেবার পরিধি বিস্তৃত করতে পারি। তাতে দেশের মানুষ উপকৃত হয়। গণগ্রন্থাগারের উপযোগিতা বৃদ্ধি পায়, সনাতনী সেবাবৃত্তের বাইরে এসে নতুন কিছু করা যায়। আজকে এই জিনিসটিই বাংলাদেশের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয়। গণগ্রন্থাগারের উদ্যোগে নতুন নতুন সেবা প্রকল্প চালু করা দরকার। এর জন্য শুধু টাকার দোহাইটাই বড় কথা নয়, বা সরকারের পক্ষ থেকে কি করে দেয়া হল বা হলনা সেটাই বড় কথা নয়। আমরা আমাদের সাধ্যের ভেতরে থেকেই কিছু কিছু অতিরিক্ত কাজ করতে পারি। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পক্ষ থেকে দেশের গণগ্রন্থাগারগুলোর সামনে সেই দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে।